গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

[কাস্টমস ও মূল্য সংযোজন কর]

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ/ ০৮ জুন, ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নং- ১৯৪-আইন/২০২৬/৪৯/কাস্টমস।- সরকার, কাস্টমস আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৭ নং আইন) এর ধারা ২৬৩, উক্ত আইনের ধারা ১২, ষোড়শ অধ্যায় ও দ্বিতীয় তফসিলের ধারা ৭, ১১, ৩২, ৩৫ এর সহিত পঠিতব্য, এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ১৩৫ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহিত পরামর্শক্রমে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:-

১। শিরোনাম ও প্রবর্তন।- (১) এই বিধিমালা বন্ডেড ওয়্যারহাউস পদ্ধতির আওতায় স্বর্ণ আমদানি ও তাহা হইতে প্রস্তুতকৃত স্বর্ণালঙ্কার রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনা পদ্ধতি বিধিমালা, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই বিধিমালা সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিন পর কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।- (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,-

(ক) **"অনুমোদিত ডিলার"** অর্থ Foreign Exchange Regulation Act, 1947 এর অধীন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত ও এতদুদ্দেশ্যে মনোনীত অথরাইজড ডিলার ব্যাংক অথবা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক মনোনীত ও অনুমোদিত একক মালিকানাধীন কোনো প্রতিষ্ঠান, অংশীদারি প্রতিষ্ঠান বা লিমিটেড কোম্পানি;

(খ) **"আইন"** অর্থ কাস্টমস আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ৫৭ নং আইন);

(গ) **"আনুষঙ্গিক অন্যান্য ধাতু"** অর্থ স্বর্ণালংকার প্রস্তুতকরণে স্বর্ণের সহিত ব্যবহৃত রৌপ্য, কপার, জিংক ও প্যালাডিয়াম এবং স্বর্ণালংকার প্রস্তুতকরণের জন্য স্বর্ণ দ্বারা তৈরি চেইনের লক, বালা (Bangles)-এর লক এবং গলার হারের লক;

(ঘ) **"আমদানি প্রাপ্যতা"** অর্থ বন্ড লাইসেন্সে অনুমোদিত মেশিনের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী এবং কাঁচামালের ব্যবহার বিবেচনাপূর্বক এই বিধিমালার বিধি ৫ মোতাবেক নির্ধারিত ওয়্যারহাউসিং সুবিধায় আমদানিযোগ্য স্বর্ণ, আনুষঙ্গিক অন্যান্য ধাতু ও রাসায়নিক উপাদান এর পরিমাণ;

(ঙ) **"ইউটিলাইজেশন পারমিশন (ইউপি)"** অর্থ আইনের ধারা ১১৭ ও ধারা ১১৮ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ওয়্যারহাউস পদ্ধতির আওতায় শুল্কমুক্তভাবে আমদানিকৃত ও যথাযথ প্রক্রিয়ায় ইন্টু-বন্ডকৃত স্বর্ণ, আনুষঙ্গিক অন্যান্য ধাতু, পাথর ও রাসায়নিক উপাদান দ্বারা পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুমতিপত্র;

(চ) **"উৎস দেশ (Country of Origin)"** অর্থ সেই দেশ, যেই দেশ হইতে স্বর্ণ প্রকৃতপক্ষে আহরিত বা উৎপাদিত হইয়াছে;

(ছ) **"কাঁচামাল"** অর্থ রপ্তানির উদ্দেশ্যে স্বর্ণালংকার উৎপাদনের জন্য আমদানিকৃত স্বর্ণবার ও স্বর্ণ টুকরা এবং আমদানিকৃত অথবা স্থানীয় উৎস হইতে সংগৃহীত, আনুষঙ্গিক অন্যান্য ধাতু, পাথর ও রাসায়নিক উপাদান;

(জ) **"পার্সেল"** অর্থ একত্রে প্যাকেটে মোড়ানো স্বর্ণ বা স্বর্ণালংকার, যাহা পৃথকভাবে শনাক্তযোগ্য ও পরিবহণযোগ্য;

(ঝ) **"পাথর"** অর্থ প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম মূল্যবান ও অন্যান্য রত্নপাথর, যাহা স্বর্ণালংকারের সৌন্দর্য, নকশা ও আকর্ষণ বৃদ্ধি করিবার জন্য স্বর্ণালংকারে বসানো (Studded) হয়;

(ঞ) **"ব্যবহার উপযোগী বর্জ্য"** অর্থ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় আংশিকভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত, গলিত বা ক্ষতিগ্রস্ত কাঁচামাল, যাহার বাণিজ্যিক মূল্য রহিয়াছে বা পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ করা যাইবে;

(ট) **"ব্যবহার অনুপযোগী বর্জ্য"** অর্থ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত বা ক্ষতিগ্রস্ত কাঁচামাল, যাহার বাণিজ্যিক মূল্য নাই বা পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ করা যাইবে না;

(ঠ) **"রপ্তানিকারক দেশ (Country of Export)"** অর্থ সেই দেশ, যেখান হইতে আমদানিকৃত স্বর্ণ সর্বশেষ রপ্তানি করা হইয়াছে মর্মে আমদানি সংশ্লিষ্ট দলিলাদিতে উল্লেখ রহিয়াছে;

(ড) **"রাসায়নিক উপাদান"** অর্থ কেবল স্বর্ণ হইতে স্বর্ণালংকার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সহগে উল্লিখিত রাসায়নিক উপাদান;

(ঢ) **"লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ"** অর্থ আইনের ধারা ১২ এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কমিশনার অব কাস্টমস (বন্ড) বা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোনো কমিশনার অব কাস্টমস;

(ণ) **"স্বর্ণ"** অর্থ ২৪ (চব্বিশ) ক্যারেটের স্বর্ণবার বা স্বর্ণ টুকরা;

(ত) **"স্বর্ণালংকার"** অর্থ শুধু স্বর্ণ দ্বারা প্রস্তুতকৃত এবং স্বর্ণের পরিমাণ নির্বিশেষে স্বর্ণের সহিত আনুষঙ্গিক অন্যান্য ধাতু ও পাথর সংযোজনে ব্যবহার উপযোগী প্রস্তুতকৃত অলংকার;

(থ) **"সহগ"** অর্থ প্রতি একক পণ্য উৎপাদনে প্রয়োজনীয় প্রতিটি কাঁচামালের পৃথক পৃথক বর্ণনা, পরিমাণ ও অপচয় [ব্যবহার উপযোগী বর্জ্য, ব্যবহার অনুপযোগী বর্জ্য ও উপজাত (যদি থাকে) এর হার উল্লেখসহ] সম্পর্কিত কাস্টমস রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত ঘোষণাপত্র;

(দ) **"CBMS"** অর্থ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রণীত Customs Bond Management System।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থ প্রযোজ্য হইবে।

৩। লাইসেন্স গ্রহণ।- (১) কোনো একক মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান, অংশীদারি প্রতিষ্ঠান, বা লিমিটেড কোম্পানিকে ওয়্যারহাউস পদ্ধতির আওতায় স্বর্ণ আমদানি এবং তাহা হইতে প্রস্তুতকৃত স্বর্ণালঙ্কার (Gold Jewellery) রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনাকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে এই বিধিমালার অধীন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ওয়্যারহাউস লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০২৪ এবং আইন এর ধারা ১২ অনুযায়ী ওয়্যারহাউস লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে; এবং এতদ্ব্যতীত, এই বিধিমালার আওতায় লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য আবেদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে **'পরিশিষ্ট-ক'** এ বর্ণিত যন্ত্রপাতিসমূহের মাধ্যমে স্বর্ণালঙ্কার উৎপাদনের বাস্তব সক্ষমতা থাকিতে হইবে; উল্লেখ্য, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ যন্ত্রপাতির তালিকা হ্রাস-বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(২) ওয়্যারহাউস লাইসেন্সের জন্য আবেদনকারীকে শতভাগ সরাসরি রপ্তানিমুখী স্বর্ণালংকার প্রস্তুতকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান হইতে হইবে এবং তাহাকে স্বর্ণ নীতিমালা (Gold Policy)-২০১৮ (সংশোধিত)-২০২১ অনুযায়ী অনুমোদিত ডিলার হইতে হইবে। উক্ত অনুমোদিত ডিলার হিসেবে প্রদত্ত অনুমোদনপত্র ও মনোনয়ন সংক্রান্ত দলিলাদির সত্যায়িত অনুলিপিসহ ওয়্যারহাউস লাইসেন্সিং বিধিমালা, ২০২৪ এর **তফসিল-১** ও **তফসিল-২** এ উল্লিখিত ফরম অনুযায়ী লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট লাইসেন্স প্রাপ্তির লক্ষ্যে আবেদন দাখিল করিতে হইবে।

(৩) আবেদনকারীর কারখানার চতুর্দিকে এক বা একাধিক মূল ফটকসহ অবিচ্ছিন্ন নিরাপত্তা বেষ্টনি (secured perimeter) থাকিতে হইবে।

(৪) লাইসেন্স প্রাপ্তি এবং সাধারণ বন্ড সম্পাদনের পর লাইসেন্সি শুল্ক-কর পরিশোধ ব্যতিরেকে কাঁচামাল আমদানি, গুদামজাতকরণ ও উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি করিতে পারিবেন; এবং এই ক্ষেত্রে সাধারণ বন্ডের পরিমাণ হইবে ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা এবং মেয়াদ হইবে ১ (এক) বৎসর।

(৫) ওয়্যারহাউসিং সুবিধায় আমদানিকৃত কাঁচামাল ও উৎপাদিত পণ্য (স্বর্ণালংকার) পৃথকভাবে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা মানদন্ড (যেমন, UL-rated, BIS 1677:2008 বা এর সমতুল্য অন্য কোনো আন্তর্জাতিক মানদন্ড) অনুযায়ী নির্ধারিত মানসম্মত পৃথক ভল্টে

সংরক্ষণ করিতে হইবে। ভল্টের চারপাশে নিরবচ্ছিন্ন ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা কাভারেজ থাকিতে হইবে এবং ইহার রেকর্ডিং নিজস্ব হার্ডডিস্কসহ ক্লাউড কম্পিউটিং সিস্টেমে সংরক্ষিত থাকিতে হইবে।

(৬) ওয়্যারহাউসে সংরক্ষিত কাঁচামাল, যেমন: স্বর্ণ, আনুষঙ্গিক অন্যান্য ধাতু সংরক্ষণের ক্ষেত্রে high-level security ব্যবস্থা ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী কর্তৃক নিশ্চিত করিতে হইবে; ওয়্যারহাউসে সংরক্ষিত কাঁচামাল বা উৎপাদিত পণ্য হারানো বা বিচ্যুত বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে বা কোনো ধরণের দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থ হইলে ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী কর্তৃক প্রযোজ্য সমুদয় শুল্ক-কর পরিশোধসহ এই সংক্রান্ত সকল দায়ভার বহন করিতে হইবে।

(৭) ওয়্যারহাউসের প্রাচীর শক্তিশালী উপকরণ, যেমন: উচ্চমানের কংক্রিট দ্বারা নির্মাণ অথবা আয়রন শীট দ্বারা পরিবেষ্টিত হতে হইবে, যাহাতে ইহার নিরাপত্তা ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা যায়; এছাড়া, ওয়্যারহাউসের দরজায় ডাবল লক ব্যবস্থা, যেমন: ম্যানুয়াল ও ফিঙ্গারপ্রিন্ট লক দ্বারা সুরক্ষিত রাখিতে হইবে, যাহাতে শুধু অনুমোদিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ প্রবেশ করিতে পারে এবং অননুমোদিত প্রবেশ সম্পূর্ণরূপে প্রতিরোধ করা যায়।

(৮) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক অনুমোদিত শর্তানুযায়ী অগ্নিনির্বাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

(৯) পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত ছাড়পত্র দাখিল করিতে হইবে।

(১০) প্রতিষ্ঠানে স্বর্ণের বিশুদ্ধতা পরিমাপন (Gold Purity Testing) এবং ডিজিটাল ওজন পরিমাপন যন্ত্র থাকিতে হইবে।

৪। স্বর্ণ সোর্সিং সার্টিফিকেটের আবশ্যকতা।- (১) ওয়্যারহাউসিং সুবিধায় স্বর্ণ আমদানির ক্ষেত্রে, প্রত্যেক চালানের সহিত আন্তর্জাতিক স্বীকৃত সংস্থা হইতে প্রাপ্ত মান নির্ণয় সংক্রান্ত সার্টিফিকেট দাখিল করিতে হইবে; এবং উক্ত সার্টিফিকেটে অবশ্যই স্বর্ণের ক্যারেট/ফাইননেস (Purity in Karat or fineness) যাচাইযোগ্য নির্দিষ্ট সিরিয়াল নম্বর থাকিতে হইবে।

(২) স্বর্ণবার/স্বর্ণ টুকরা আমদানিকালে আমদানিকারক কর্তৃক Country of Origin সার্টিফিকেট দাখিল করিতে হইবে।

৫। আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ ও এতদসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ের নিষ্পত্তি।- লাইসেন্স প্রদানের সময় ও লাইসেন্স প্রদানের পরবর্তী সময়ে নূতন সংযোজিত যন্ত্রপাতির উৎপাদনক্ষমতা বিবেচনায় লইয়া শিল্প প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সবিস্তারে তদন্ত করিয়া সরাসরি ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী (পোশাক শিল্প ব্যতীত) শিল্প প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ বিধিমালা, ২০২৪ এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা নিরূপণপূর্বক কাঁচামালের বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ করিতে হইবে এবং উক্ত বিধিমালায় বর্ণিত পদ্ধতিতে ওয়্যারহাউসে এককালীন মজুদ ও আমদানি প্রাপ্যতা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ের নিষ্পত্তি করিতে হইবে এবং আমদানি প্রাপ্যতা লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনযোগ্য হইবে।

৬। আমদানি পদ্ধতি।- (১) ওয়্যারহাউস লাইসেন্সপ্রাপ্ত অনুমোদিত ডিলার প্রতিষ্ঠান উৎস দেশ অথবা রপ্তানিকারক দেশ হইতে কাঁচামাল আমদানি করিতে পারিবে।

(২) আইনের ধারা ৮৮ মোতাবেক আমদানিককৃত স্বর্ণ, আনুষঙ্গিক অন্যান্য ধাতু ও পাথর পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে; আমদানিককৃত স্বর্ণের ক্ষেত্রে সহকারী কমিশনার অব কাস্টমস পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এরূপ কাস্টমস কর্মকর্তা, আমদানিকারক বা আমদানিকারকের মনোনীত প্রতিনিধি, বিএসটিআই ও গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে স্বর্ণ নীতিমালা (Gold Policy)-২০১৮ (সংশোধিত)-২০২১ এর নীতি ৬.২ এর (খ) এ উল্লিখিত দপ্তর বা সংস্থা কর্তৃক স্বীকৃত সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দ্বারা স্বর্ণ মান, পরিমাণ ও বিশুদ্ধতা যাচাই নিশ্চিত করিতে হইবে; এইরূপ পরীক্ষা ও যাচাইয়ের ব্যয় আইনের ধারা ৮৯ অনুযায়ী আমদানিকারককে বহন করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে পরীক্ষণ সম্পন্নের পর পরীক্ষণ সম্পাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত মান, পরিমাণ ও বিশুদ্ধতার তথ্য সম্বলিত সনদ, বিধি ৪ এ বর্ণিত দলিলাদি এবং আমদানি সংক্রান্ত যাবতীয় দলিলাদি যাচাইসাপেক্ষে শুল্কায়ন সম্পন্ন করিয়া পণ্য খালাস প্রদান করিতে হইবে।

(৪) লাইসেন্স গ্রহণের সময় এবং পরবর্তীতে সময় সময় লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে লাইসেন্সে সংযোজিত ও হালনাগাদ প্রাপ্যতা অনুযায়ী কাঁচামাল (এইচ.এস. কোডসহ) ওয়্যারহাউস পদ্ধতির আওতায় শুল্ক-করমুক্তভাবে আমদানি করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এককালীন বন্ডিং ক্যাপাসিটির অতিরিক্ত পরিমাণ কোনো পণ্য আমদানি করা যাইবে না।

(৫) ওয়্যারহাউস সুবিধার আওতায় শুল্ক-করমুক্তভাবে কাঁচামাল আমদানিকালে প্রতিষ্ঠানের হালনাগাদ সাধারণ বন্ড থাকিতে হইবে।

(৬) স্বর্ণ আমদানির লক্ষ্যে আগমন স্থান (Point of Entry) হইবে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা বা বোর্ড কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত অন্য কোনো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর।

(৭) পণ্য আমদানির পর বিমানবন্দর হইতে বন্ডেড ওয়্যারহাউসে স্থানান্তরের ক্ষেত্রে পণ্যের নিরাপত্তা, সুরক্ষা এবং ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব আমদানিকারককে বহন করিতে হইবে; প্রয়োজনে ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী মানি এস্কর্ট সার্ভিস গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৮) রাসায়নিক উপাদান আমদানির জন্য আমদানি নীতি আদেশ ও প্রযোজ্য অন্যান্য বিধানাবলি অনুসরণ করিতে হইবে।

৭। বন্ড রেজিস্টার।- ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানকে সরাসরি ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী (পোশাক শিল্প ব্যতীত) শিল্প প্রতিষ্ঠান (ওয়্যারহাউস পদ্ধতির আওতায় সাময়িক আমদানি, ওয়্যারহাউস পরিচালনা ও কার্যপদ্ধতি) বিধিমালা, ২০২৪ এর বিধি ৭ অনুযায়ী CBMS-এ ই-বন্ড রেজিস্টারে আমদানি সম্পর্কিত সকল তথ্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংরক্ষণ

করিতে হইবে এবং আমদানিকালে দাখিলকৃত পরীক্ষণ সম্পাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত মান, পরিমাণ ও বিশুদ্ধতার তথ্য সংবলিত সনদ আপলোড করিতে হইবে।

৮। আমদানি কাঁচামাল ইন্টু বন্ড।- (১) অনুমোদিত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হইতে খালাসকৃত পণ্য চালান ছাড়করণের তারিখ ও সময় (অ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেমে এক্সিট নোট ইস্যুর তারিখ ও সময়) হইতে পরবর্তী ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার মধ্যে প্রতিষ্ঠানের অনুমোদিত ওয়্যারহাউসে প্রবেশ নিশ্চিত করিয়া ইন্টু-বন্ড এর জন্য প্রযোজ্য তথ্যাদি CBMS-এ দাখিল করিতে হইবে এবং CBMS-এ ভুল তথ্য প্রদান, মজুদের গরমিল বা তথ্য গোপন সংক্রান্ত দায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে বহন করিতে হইবে।

(২) যুক্তিসঙ্গত কারণে পণ্যচালান খালাসের ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার মধ্যে ইন্টু-বন্ড এর জন্য প্রযোজ্য তথ্যাদি CBMS-এ দাখিল করিতে ব্যর্থ হইলে সহকারী কমিশনার অব বন্ড এর নিম্নে নহেন এরূপ কর্মকর্তার অনুমোদনক্রমে, অতিরিক্ত সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) ঘন্টা সময় বৃদ্ধি করা যাইবে।

৯। উপকরণ-উৎপাদ সহগ।- (১) ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে সকল দলিলাদিসহ কাস্টমস রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর, ঢাকা এর মহাপরিচালক বরাবর উপকরণ-উৎপাদ সহগের (Input-Output Coefficient) জন্য আবেদন দাখিল করিতে হইবে।

(২) মহাপরিচালক উপবিধি (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এর Department of Materials and Metallurgical Engineering এর বিশেষজ্ঞ, বাংলাদেশ স্বর্ণালঙ্কার উৎপাদক ও রপ্তানিকারক সমিতি (BJMEA) এর মনোনীত প্রতিনিধি ও কাস্টমস রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর, ঢাকা এর প্রতিনিধির মাধ্যমে যাচাই-বাছাইপূর্বক সহগ নির্ধারণ করিবেন এবং উহা পরিদপ্তরের ওয়েবসাইটে ও CBMS এ আপলোড করিয়া তাহার অনুলিপি সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ ও আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান বরাবর প্রেরণ করিবেন।

১০। ব্যবহার উপযোগী ও ব্যবহার অনুপযোগী বর্জ্য (ওয়েস্ট) বা উপজাত (বাই প্রোডাক্ট) সরবরাহ ও ব্যবস্থাপনা।- (১) প্রতিষ্ঠানের আবেদনক্রমে ব্যবহার উপযোগী বর্জ্য (ওয়েস্ট) বা উপজাত (বাই প্রোডাক্ট) স্থানীয় বাজারে বিক্রয়ের নিমিত্ত মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানের আলোকে বিক্রয়মূল্য নির্ধারণপূর্বক মূল্য সংযোজন কর পরিশোধ সাপেক্ষে অপসারণ করা যাইবে এবং এইরূপ নিষ্পত্তিকৃত বর্জ্য এর প্রতিবেদন মাসিক ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(২) ব্যবহার অনুপযোগী বর্জ্য পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ বা উক্ত আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানাবলি অনুসরণক্রমে, মনোনীত কাস্টমস কর্মকর্তার উপস্থিতিতে উৎপাদনস্থলের বাইরে উক্তরূপ পণ্য সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস বা বিনষ্ট করিতে হইবে এবং এইরূপে ধ্বংসকৃত পণ্যের একটি ধ্বংস বা বিনষ্টকরণ প্রতিবেদন ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট

লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এই সংক্রান্ত দলিলাদি পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর বিধান মোতাবেক সংরক্ষণ করিবেন।

১১। ইউটিলাইজেশন পারমিশন (ইউপি) গ্রহণ।- ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইন্টু-বন্ডকৃত কাঁচামাল দ্বারা পণ্য উৎপাদনের পূর্বে আবশ্যিকভাবে সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ এর দপ্তর হইতে রপ্তানি আদেশ (Export Order)-এর বিপরীতে সরাসরি ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী (পোশাক শিল্প ব্যতীত) শিল্প প্রতিষ্ঠান (ওয়্যারহাউস পদ্ধতির আওতায় সাময়িক আমদানি, ওয়্যারহাউস পরিচালনা ও কার্যপদ্ধতি) বিধিমালা, ২০২৪ এর বিধি ১০ অনুযায়ী CBMS-এর মাধ্যমে ইউপি গ্রহণ করিতে হইবে; এইক্ষেত্রে রপ্তানির উদ্দেশ্যে উৎপাদিত স্বর্ণালংকার বন্ডেড ওয়্যারহাউস হইতে খালাসের ন্যূনতম ২ (দুই) কার্যদিবস পূর্বে CBMS-এ ইউপি-এর জন্য আবেদন করিতে হইবে এবং ইউপি-তে মূল্য সংযোজনের হার **পরিশিষ্ট-খ** অনুযায়ী ব্যবস্থিত হইবে।

১২। স্বর্ণালঙ্কার রপ্তানির পদ্ধতি।- (১) রপ্তানির উদ্দেশ্যে বহির্গমন (Point of Exit) স্থান হইবে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা বা বোর্ড কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত অন্য কোনো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর।

(২) রপ্তানির লক্ষ্যে বন্ডেড ওয়্যারহাউস হইতে বিমানবন্দরে পণ্য স্থানান্তরের ক্ষেত্রে পণ্যের নিরাপত্তা, সুরক্ষা এবং ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব রপ্তানিকারককে বহন করিতে হইবে, তবে প্রয়োজনে ওয়্যারহাউস লাইসেন্সধারী মানি এস্কর্ট সার্ভিস গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) রপ্তানিতব্য পণ্য জাহাজীকরণের অন্তত ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টা পূর্বে রপ্তানি পণ্য ঘোষণা, প্রয়োজনীয় সকল দলিলাদিসহ কাস্টমস হাউস, ঢাকা বা বোর্ড কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত অন্য কোনো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের রপ্তানি শাখায় দাখিল করিতে হইবে।

(৪) বিমান বাংলাদেশ এয়্যারলাইন্স এর কার্গো অপারেশনস্ ম্যানুয়াল এর ভ্যালুয়াবল কার্গো ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অনুযায়ী তথ্যাদি রপ্তানির ৮ (আট) ঘন্টা পূর্বে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা বা বোর্ড কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত অন্য কোনো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কর্মরত এ্যাসিসটেন্ট কমিশনার অব কাস্টমস এর নিম্নে নহেন এইরূপ কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(৫) রপ্তানিকারক বা রপ্তানিকারকের মনোনীত প্রতিনিধি, বিএসটিআই ও গোয়েন্দা সংস্থার প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অব কাস্টমস এর নিম্নে নহেন এইরূপ কর্মকর্তা রপ্তানিযোগ্য পণ্য চালানটির পার্সেল খুলিবেন এবং আইনের ধারা ৮৮ মোতাবেক উল্লিখিত প্রতিনিধিগণের উপস্থিতিতে স্বর্ণ নীতিমালা (Gold Policy)-২০১৮ (সংশোধিত)-২০২১ এর নীতি ৬.২ এর (খ) এ উল্লিখিত দপ্তর বা সংস্থা কর্তৃক স্বীকৃত সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দ্বারা স্বর্ণালংকারের মান, পরিমাণ ও বিশুদ্ধতা যাচাই নিশ্চিত করিয়া সীলগালা করিবেন; পরীক্ষণ সম্পাদনকারী প্রতিষ্ঠান পরীক্ষণ সম্পন্নের পর স্বর্ণালংকারের মান, পরিমাণ ও বিশুদ্ধতার তথ্য সম্বলিত সনদ প্রদান করিবেন; এইরূপ পরীক্ষা ও যাচাইয়ের ব্যয় আইনের ধারা ৮৯ অনুযায়ী রপ্তানিকারককে বহন করিতে হইবে।

(৬) উপ-বিধি (৫) এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে পরীক্ষণ সম্পন্নের পর পরীক্ষণ সম্পাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত মান, পরিমাণ ও বিশুদ্ধতার তথ্য সম্বলিত সনদ এবং আমদানি সংক্রান্ত যাবতীয় দলিলাদি যাচাইসাপেক্ষে শুল্কায়ন সম্পন্ন করিয়া পণ্য খালাস প্রদান করিতে হইবে।

(৭) রপ্তানির উদ্দেশ্যে প্রস্তুতকৃত পণ্যের প্রথম পর্যায়ের সীলগালা সঠিকভাবে অক্ষুণ্ন না থাকিলে বা ঘোষণার সঙ্গে সীলযুক্ত পণ্যের বিবরণ ও পরিমাণে অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হইলে, সংশ্লিষ্ট চালানটি জব্দ করা হইবে এবং উক্ত বিষয়ে প্রযোজ্য আইন ও বিধি-বিধান অনুযায়ী যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(৮) জাহাজীকরণের পর কাস্টমস কম্পিউটার সিস্টেমে প্রস্তুতকৃত Export General Manifest (EGM)-এর কপিসহ রপ্তানি দলিলাদি প্রতিষ্ঠানকে নিরীক্ষা সম্পাদনের জন্য সংরক্ষণ করিতে হইবে।

১৩। বার্ষিক নিরীক্ষা।- শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ওয়্যারহাউস লাইসেন্স প্রাপ্তির তারিখ হইতে ১ (এক) বৎসর অতিক্রান্ত হইলে সরাসরি ও প্রচ্ছন্ন রপ্তানিমুখী (পোশাক শিল্প ব্যতীত) শিল্প প্রতিষ্ঠান (ওয়্যারহাউস পদ্ধতির আওতায় সাময়িক আমদানি, ওয়্যারহাউস পরিচালনা ও কার্যপদ্ধতি) বিধিমালা, ২০২৪ এর বিধি ১৩ অনুযায়ী আমদানি-রপ্তানি বিবরণী ও প্রয়োজনীয় দলিলাদি বার্ষিক নিরীক্ষা সম্পাদনের লক্ষ্যে দাখিল করিতে হইবে।

১৪। CBMS-এ কার্যক্রম পরিচালনা।- এই বিধিমালায় বর্ণিত সকল কিংবা বোর্ড কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত কোনো কার্যক্রম CBMS-এ সম্পাদন করিতে হইবে।

১৫। রপ্তানি বিলম্বে পণ্য সংরক্ষণ।- কোনো কারণে রপ্তানিতে বিলম্ব হইলে বা অন্যবিধ কারণে বন্দরে আগত রপ্তানিযোগ্য পণ্য সংরক্ষণের প্রয়োজন হইলে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষ এবং রপ্তানিকারকের তত্ত্বাবধানে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স কর্তৃপক্ষের নিরাপত্তা ভল্টে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

পরিশিষ্ট-ক

[বিধি ৩ (১) দ্রষ্টব্য]

লাইসেন্সের জন্য আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতির তালিকা:

ক্রমিক নং	বিবরণ
১।	Melting Machine
২।	Annealing Furnace
৩।	Rolling Machine
৪।	Wire Drawing Machine
৫।	Chain Machine
৬।	Oval Forming Machine
৭।	Chain Cutting Machine

৮।	Chain Soldering Machine
৯।	Carbide Machine
১০।	Polisher Machine

পরিশিষ্ট-খ

[বিধি ১১ দ্রষ্টব্য]

স্বর্ণ হইতে প্রস্তুতকৃত স্বর্ণালংকারের মূল্য সংযোজনের হার:

ক্রমিক নং	স্বর্ণালংকারের মান	মূল্য সংযোজনের হার (ন্যূনতম)
১।	২২ ক্যারেট	৪%
২।	২১ ক্যারেট	৬%
৩।	১৮ ক্যারেট	১৩%
৪।	১৪ ক্যারেট	২০%
৫।	৯ ক্যারেট	২৫%

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত/-

মোঃ আবদুর রহমান খান এফসিএমএ

সচিব।